কম্পিউটার তথা তথ্য প্রযুক্তিকে সফল ও সুন্দরভাবে ব্যবহার করতে চাইলে টিপস ও ট্রিকস-এর কোনো বিকল্প নেই। এসব টিপস-এর সাহায্যে অল্প পরিশ্রমে কঠিন কাজ করা যায়, তেমনি যায় বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে কম্পিউটিং অভিজ্ঞতায় নতুন মাত্রা যোগ করা। সি নিউজ-এর **'টিপস এন্ড ট্রিকস'** নামের এই বিভাগটির উদ্দেশ্য হল পাঠকদেরকে কম্পিউটার ব্যবহার সংক্রান্ত নতুন নতুন টিপস ও ট্রিকসের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া। নিয়মিত চোখ রাখুন টিপস এন্ড ট্রিকস পাতায়। তাহলেই আপনার কম্পিউটার ব্যবহার হয়ে উঠবে আরো অর্থবোধক, আরো কার্যকর।

মুঠোফোনে বাংলা ওয়েবসাইট

অনেক মুঠোফোন থেকেই বাংলা সাইট দেখা যায় না। মুঠোফোন থেকে বাংলা সাইট দেখতে প্রথমে মুঠোফোন থেকে www.opera.com/mini ঠিকানার ওয়েবসাইট থেকে অপেরা সফটঅয়্যারটি ডাউনলোড করুন। এবার অপেরা খুলুন এবং অ্যাড্রেস বারে গিয়ে opera:config লিখে ok করুন, এরপর অপেরা ইউজার সেটিংস আসবে; এখান থেকে User bitmap fonts for complex scripts অপশনে Yes দিয়ে save করুন। এখন Menu/Tools/Settings-এ যান, Mobile view সক্রিয় করে Font size-এ Large নির্বাচিত করুন। এখন ইউনিকোড সমর্থিত যেকোনো বাংলা ওয়েবসাইটে প্রবেশ করলেই পরিষ্কার বাংলা দেখতে পারবেন।

যেকোনো ওয়েব সাইটে মন্তব্য করা

ওয়েব সাইটে মন্তব্য করার সুযোগ নেই সেই ওয়েব সাইটগুলোতেও মন্তব্য করা যাবে গুগল সাইড উইকি দ্বারা। এজন্য অবশ্য গুগলে একাউন্ট থাকতে হবে। কোন সাইটে গুগল উইকি দ্বারা মন্তব্য করতে বা দেখতে অবশ্যই ব্রাউজারে গুগল টুলবার ইনস্টল থাকতে হবে। গুগল টুলবারে বর্তমানে সাইড উইকি বাটন যুক্ত আছে। গুগল টুলবারটি www.google.com/sidewiki বা http://toolbar.google.com থেকে ডাউনলোড করা যাবে। এরপর যেকোন সাইটে মন্তব্য করতে চাইলে গুগলে লগইন অবস্থায় sidewiki বাটনে ক্লিক করলে বামপাশে সাইট উইকির প্যানেল আসবে। এখানে টাইটেল এবং মন্তব্য লিখে Publish বাটনে ক্লিক করলে মন্তব্য পোস্ট হবে।

গুগলের নানা সেবা

গুগল ম্যাপস: গুগল ম্যাপস-এর ওয়েব ঠিকানা হচ্ছে http://maps.google.com। এখানে সার্চের মাধ্যমে বিভিন্ন স্থানকে খুঁজে পাওয়া যাবে। অনলাইনে সংরক্ষণ করার জন্য অবশ্য গুগল অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে। নিজের ম্যাপিং করা এসব স্থানের লিংক শেয়ার বা মেইল করা যাবে এমনকি প্রিন্টও করা যাবে। ম্যাপিং করা স্থানগুলো গুগলে সার্চেও পাওয়া যায়। মোবাইলে গুগল ম্যাপস দেখা যাবে m.google.com/maps বা http://www.google.com/gmm ওয়েব সাইট থেকে।

সহজেই গুগল ম্যাপ ডাউনলোড: গুগলের সেবাগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে গুগল ম্যাপ। সহজেই কোন স্থানের ম্যাপ খুঁজে পেতে এর বিকল্প নেই বললেই হলে। সাধারণত http://maps.google.com থেকে ম্যাপ পাওয়া যায় কিন্তু এই সাইটের ডাউনলোড করার সুযোগ নেই, ফলে ম্যাপ সেভ করার প্রয়োজন হলে স্ক্রিনশট নিতে হয়। গুগল ম্যাপ ডাউনলোড করার দরুন একটি সফটঅয়্যার হচ্ছে গুগল ম্যাপ সেভার। ফ্রিঅয়্যার, বহনযোগ্য এই সফটঅয়্যার দ্বারা সহজেই বিভিন্ন রেজল্যুশনে png, jpeg, bmp এবং targa ফরম্যাটে ছবি সেভ করা যাবে। মাত্র ৩৬৬ কিলোবাইটের এই সফটঅয়্যারটি উইন্ডোজের সকল সংস্করণেই চলবে। সফটঅয়্যারটি পাওয়া যাবে www.codres.de/google-map-saver সাইটে।

গুগল ম্যাপসের স্থান গুগল আর্থে দেখা: পছন্দের কোন স্থান গুগল ম্যাপসে সংরক্ষণ করা থাকলে বা খুঁজে পেলে তা গুগল আর্থের জন্য এক্সপোর্ট করা যায়। যা গুগল আর্থে চালু করলেই স্থানটি চলে আসে। এজন্য গুগল ম্যাপসে স্থানটি এনে View in Google Earth বাটনে ক্লিক করে সংরক্ষণ করতে হবে। এবার ফাইলটি গুগল আর্থে খুললে তা Places প্যানেলে আসবে। Temporary Places থাকা উক্ত স্থানে মাউস দ্বারা দু'বার ক্লিক করলে গুগল আর্থে দেখাবে।

গুগল আর্থ: গুগল আর্থ হচ্ছে ডেস্কটপ ক্লায়েন্ট। এই সফটঅয়্যার দ্বারা পৃথিবীটাকে ত্রিমাত্রিকভাবে দেখা যাবে। যদিও এর সাথে পৃথিবী ছাড়াও আরো অনেক পরিসেবা যুক্ত হয়েছে। বর্তমানে গুগল আর্থের ৫.০ সংস্করণ রয়েছে। গুগল আর্থে চিত্রগুলো স্যাটলাইট ইমেজ, মানচিত্র এবং ভূখন্ড হিসাবে দেখা যাবে। এছাড়াও ত্রিমাত্রিক ভবন, গ্যালাক্সি, মহাশূন্য, মহাসাগর দেখা যাবে। পৃথিবীর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানের ত্রিমাত্রিক চিত্র www.google.com/gadgets/directory?synd=earth&cat=featured থেকে ডাউনলোড করে তা গুগল আর্থে দেখা যাবে।

গুগল আর্থ সফটঅয়্যারটি উইন্ডোজের সকল সংস্করণের পাশাপাশি ম্যাক, ব-্যাকবেরি স্ট্রোম, আইফোন, ফ্রিবিএসডি এবং লিনাক্সে চলবে এবং ৩৭টি ভাষাতে ব্যবহার করা যাবে। সফটঅয়্যারটি http://earth.google.com থেকে বিনামূল্যে ডাউনলোড করা যাবে। ব্রাউজারের উপযোগী প-াগইন পাওয়া যাবে http://earth.google.com/plugin থেকে।

গুগল স্কাই: গুগল আর্থে রয়েছে গুগল স্কাই। এতে তারকাসহ বিভিন্ন গ্রহ, নক্ষত্র দেখা যায়। www.google.com/sky ঠিকানাতে দেখা যাবে গুগল স্কাই।

গুগল মার্জ: গুগল আর্থ ৫ সংস্করণ থেকে যুক্ত হওয়া গুগল মার্জে? এর মাধ্যমে ত্রিমাত্রিকভাবে মার্জে বিভিন্ন চিত্র দেখা যাবে। এছাড়াও www.google.com/mars সাইট থেকেও দেখা যাবে।

গুগল মুন: অ্যাপোলো১১ এর চন্দ্র অভিযানের ৪০ বার্ষিকী উপলক্ষে গুগল আর্থে যুক্ত করা হয় গুগল মুন। এতে অ্যাপোলো অভিযানের ত্রিমাত্রিক ছবিসহ বিভিন্ন চিত্র দেখা যাবে। www.google.com/moon সাইটেও দেখা যাবে গুগল মুন।

স্ট্রিট ভিউ: স্ট্রিট ভিউ এর মাধ্যমে কোন স্থানে বা ভবনের ত্রিমাত্রিক বস্তুগুলোকে ৩৬০ ডিগ্রিতে দেখা যায়। ফলে সেগুলোকে জীবন্ত বলে মনে হয়। সহজেই তীর চিহ্নের সাহায্যে ঘোরাফেরা করা যায় এই ভার্চুয়াল জগতে। গুগল ম্যাপসে বর্তনামে অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলো স্ট্রিট ভিউতে দেখার ব্যবস্থা রয়েছে এছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, মেক্সিকো, যুক্তরাজ্য, চেক প্রজাতন্ত্র, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ড, ইতালী, স্পেন, সুইজারল্যান্ড, পর্তুগাল, জাপান এবং তাইওয়ান এর কিছু অংশ রয়েছে। শীঘ্রই দক্ষিণ আফ্রিকা, হংকং, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া, অষ্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, জার্মানী, গ্রিস, হাঙ্গেরী, আয়ারল্যান্ড, লুক্সেমবার্গ, নরওয়ে, পোল্যান্ড, রোমানিয়া, সুইডেন, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল এবং চিলি যুক্ত হবে। স্ট্রিট ভিউ গুগল ম্যাপসের পাশাপাশি গুগল আর্থেও দেখা যাবে। এ বিষয়ে আরো তথ্য পাওয়া যাবে www.google.com/intl/en_us/help/maps/streetview/ থেকে।

গুগল ম্যাপ মেকার: গুগল ম্যাপকে আরো সমৃদ্ধি করার লক্ষ্যে গুগল কর্তৃপক্ষ গুগল ম্যাপ মেকার চালু করেছে। ব্যবহারকারীরা এই ওয়েব টুলের মাধ্যমে নিজ এলাকার বিভিন্ন স্থান যেমন রাস্তা, নদী, স্কুল-কলেজ, পার্ক, প্রতিষ্ঠান বা আনুসাঙ্গিক বর্ণনা যুক্ত করতে পারবে। ওয়েব ভিত্তিক সাইটটি

হচ্ছে www.google.com/mapmaker ।

গুগল ল্যাটিটিউড: গুগল ল্যাটিটিউড হচ্ছে স্থান অবহিতকর মোবাইল অ্যাপি-কেশন। এর দ্বারা ব্যবহারকারীর অবস্থান জানা যাবে। ওয়েব ঠিকানা হচ্ছে www.google.com/latitude ।

এছাড়াও www.wikimapia.org বা www.panoramio.com ব্যবহার করে গুগল ম্যাপের আরো অতিরিক্ত সুবিধা পাওয়া যাবে।

গুগলের ওয়েবসাইট থেকে বড় ওয়েব সাইটের ঠিকানা ছোট করা

দীর্ঘ ওয়েবসাইটের ঠিকানা ছোট করার বিভিন্ন সাইট আছে। গুগলের http://gaigalas.net/lab/google সাইট থেকে বড় ওয়েব সাইটের ঠিকানা ছোট করা যাবে। এছাড়াও ফায়ারফক্সে অ্যাড-অন্সের মাধ্যমেও সাইটের ঠিকানা ছোট করা যায়। এজন্য https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/55308 থেকে অ্যাড-অ্যান্স ইনস্টল করে View> Toolbars> Customize থেকে আইকন ড্র্যাগ করে পছন্দের বারে রাখুন। এখন কোন সাইট খুলে উক্ত বাটনে ক্লিক করলে শর্ট ইউআরএল ক্লিপ বোর্ডে চলে আসবে। এখন পেস্ট করলেই হবে।

কপি পেস্টের সর্বোচ্চ সুবিধা

উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমে শতাধিক ফাইল বিশিষ্ট কোন ফোল্ডার কপি দেয়া হয় এবং সেক্ষেত্রে অর্ধেক কপি হবার পরে কোন ফাইল পড়তে না পারলে কপি বন্ধ হয়ে যায়। হাজারও ফাইল কপি দেবার পরে কিছু ফাইল কপি করা থেকে বাদ দেয়ারও ব্যবস্থা নেই। এসব সুবিধার পাশাপাশি কপির গতি, কোন ফাইল কপি হচ্ছে বা পরবর্তিতে কোন ফাইল কপি হবে ইত্যাদি বিভিন্ন সুবিধা দেবে টেরা কপি। টেরা কপি সফটঅয়্যারটি www.filehippo.com/download_teracopy থেকে ডাউনলোড করে ইনস্টল করলেই হবে। এরপর থেকে কপি পেস্টের কাজ উইন্ডোজের ডিফল্ট কপি পেস্ট না করে টেরাকপি করবে।

গুগল ক্রোমে অন্য সার্চ ইঞ্জিনের ব্যবহার

গুগল ক্রোমের অ্যাড্রেস বারে কোন কীওয়ার্ড লিখে এন্টার করলে ডিফল্ট সার্চ ইঞ্জিনে সার্চের ফলাফল দেখা যায়। সাধারণত গুগল সার্চ ইঞ্জিনই ডিফল্ট সার্চ ইঞ্জিন হিসাবে থাকে। গুগল ক্রোমে আরো যুক্ত বিং এবং ইয়াহু সার্চ ইঞ্জিন যা ইচ্ছা করলে ডিফল্ট হিসাবে ব্যবহার করা যায় এছাড়াও নির্দিষ্ট ওয়েব সাইটের সার্চ ইঞ্জিনকেও যুক্ত করে ডিফল্ট করা যায়। এজন্য Tools মেন্যু Options এ ক্লিক করুন এবং Basic ট্যাবের Default Search এর ড্রপ ডাউন থেকে ডিফল্ট সার্চ ইঞ্জিন নির্বাচন করলেই হবে। নতুন সার্চ ইঞ্জিন যোগ বা বাদ দিতে চাইলে Manage বাটনে ক্লিক করে উইন্ডো থেকে সার্চ ইঞ্জিন ইচ্ছামত ডিফল্ট করা বা নতুন ইঞ্জিন যোগ করা অথবা মুছে দিতে পারবেন। কোন সাইটে যদি কাস্টমাইজ সার্চ ইঞ্জিন যুক্ত থাকে যা ফায়ারফক্স এবং ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার ৭+ এর উপযোগী করে তৈরি করা সেই সার্চ ইঞ্জিনও এখানে যুক্ত করা যাবে। সেজন্য ব্রাউজারে আগে উক্ত সাইটে প্রবেশ করে তার পরে সার্চ ইঞ্জিন Manage এ আসুন। তাহলে নিচে উক্ত সার্চ ইঞ্জিন দেখাবে। এবার উক্ত সার্চ ইঞ্জিন নির্বাচন করে Make Default বাটনে ক্লিক করলে সার্চ ইঞ্জিনটি যুক্ত হবে এবং ডিফল্ট হবে।

ফায়ারফক্সে ক্রিকেটের স্কোর দেখা

ক্রিকেট খেলার চলতি স্কোর বিভিন্ন ওয়েব সাইট থেকে দেখা যায়। কিন্তু কোন ওয়েব সাইটে না ঢুকেই যদি ফায়ারফক্সের স্ট্যাটাস বারে ক্রিকেটের চলতি স্কোর দেখা যায় তাহলে কেমন হয়! স্কোরওয়াচ নামের একটি অ্যাড-অন্স ইনস্টল করে এই সুবিধা পাওয়া যায়। এজন্য https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/4699 থেকে এ্যাড-অ্যান্স ইনস্টল করে ফায়ারফক্স রিস্টার্ট করুন। এখন স্ট্যাটাস বারের ডানে স্কোর আসবে। এখানে ক্লিক করে স্কোরওয়াচ মেন্যু থেকে চলতি সকল খেলার স্কোর দেখা যাবে তবে স্ট্যাটাস বারে যে খেলাটির স্কোর দেখতে চান Match List থেকে সেটির উপরে ক্লিক করলে সেই খেলাটির স্কোর স্ট্যাটাসবারে প্রদর্শন করবে এবং নিয়মিত হালনাগাদ হবে। এছাড়াও Preference এ ক্লিক করে কত সময় পর পর হালনাগাদ করতে চান তা নির্ধারণ করে দিতে পারেন এবং Wicket Alert ও নির্বাচন করতে পারেন। ডিফল্ট হিসাবে ক্রিকইনফোর (www.cricinfo.com) স্কোর দেখায়। স্কোর সোর্স পরিবর্তন করতে পারেন স্কোরওয়াচ মেন্যুর Source এর ড্রপডাউন মেন্যু থেকে পরিবর্তন করলেই হবে। আর কোন চলতি খেলার পূর্ণাঙ্গ স্কোর দেখতে স্কোরওয়াচ মেন্যুর উক্ত খেলার ডানের Full scorecard বাটনে ক্লিক করলেই পেজটি খুলবে।

এমপিথ্রি'র মান পরিবর্তন করা

এমপিথ্রি গানের মান নিয়ন্ত্রণ করে অর্থাৎ মান কম বা বেশি করে ফাইলের সাইজ কম বা বেশি করা যায়। এমপিথ্রি গানের সাইজ নিয়ন্ত্রণে 'এমপিথ্রি কোয়ালিটি মোডিফায়ার' সফটঅয়্যারটি বেশ কাজের। এই সফটঅয়্যার দ্বারা সহজেই গানের বিটরেট, ফ্রিকোয়েন্সি পরিবর্তন করে গানের সাইজ কম বা বেশি করা যাবে। মাত্র ৩০০ কিলোবাইটের বহনযোগ্য, ফ্রিঅয়্যার এই সফটঅয়্যারটি www.inspire-soft.net এই সফটঅয়্যারটি থেকে ডাউনলোড করা যাবে। সফটঅয়্যারটি চালু করে Add Files / Add Folder বাটনে এ ক্লিক করে এমপিথ্রি ফাইলগুলো আনুন। এবার ফাইলগুলোর বামে চেক করে নিচের বিটরেট, ফ্রিকোয়েন্সি ইত্যাদি পরিবর্তন করে Start Process বাটনে ক্লিক করলে (Destination G) ডেস্কটপে Output ফোল্ডারে সেভ হবে।

ফেসবুকের বন্ধুদের জন্মদিনের তথ্য গুগল ক্যালেন্ডারে নেয়া

গুগল ক্যালেন্ডারের সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে এসএমএস এর মাধ্যমে রিমাইন্ডার পাওয়া। ফলে জন্মদিন থেকে শুরু করে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার (ইভেন্টের) বিষয় আগে থেকে জানা যায় এসএমএস এর মাধ্যমে। গুগল ক্যালেন্ডারে যদি সহজেই জনপ্রিয় সামাজিক সাইট ফেসবুকের বন্ধুদের জন্মদিন বা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার আনা যায় তাহলে কেমন হয়! এজন্য গুগলে এবং ফেসবুকে লগইন অবস্থায় www.fbcal.com সাইটে যান এবং GET YOUR CALENDARS NOW বাটনে ক্লিক করুন। এরপরে ফেসবুকে অ্যাপি-কেশনটি যুক্ত করতে Allow এবং Allow Offline Access করুন। এখন ফেসবুকে যুক্ত হওয়া ফেসবুক ক্যালেন্ডারে দুইটি কলাম পাবেন। বামপাশে ইভেন্ট এবং ডানে বার্থডে। এখন নিচের টাইম জোন ঠিক করে জন্মদিনের ক্যালেন্ডার গুগল ক্যালেন্ডারে নিতে গুগল ক্যালেন্ডার বাটনে ক্লিক করে যুক্ত করুন। এছাড়াও আইক্যালেন্ডার, আউটলুক বা মজিলা সানবার্ডেও নিতে পারবেন। গুগল ক্যালেন্ডারে সরাসরি যুক্ত হতে সমস্যা হলে নিচের download a copy here এ ক্লিক করে ক্যালেন্ডারটি ডাউনলোড করুন এবং গুগল ক্যালেন্ডারে ইমপোর্ট করুন।

উইন্ডোজ থেকে লিনাক্স ফাইল সিস্টেম ব্যবহার

যারা ডুয়াল-বুট করে থাকেন অর্থাৎ একই সাথে উইন্ডোজ আর লিনাক্স ব্যবহার করেন তারা নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন যে লিনাক্স থেকে উইন্ডোজ ফাইল সিস্টেম এক্সেস করা গেলেও বিপরীতটি করা যায় না। অর্থাৎ লিনাক্স থেকে উইন্ডোজ ফাইল সিস্টেমে (Fat32, NTFS) থাকা ফাইল ব্যবহার করা গেলেও উইন্ডোজ চালানোর সময় লিনাক্স এর পার্টিশনে (ext2, ext3) থাকা ফাইল অ্যাকসেস করা যায় না। Ext2IFS নামের একটি ফ্রি-অয়্যার দিয়ে উইন্ডোজ থেকেই লিনাক্স-এর ext2, ext3 ইত্যাদি অংশে থাকা ফাইল Read/Write করা যাবে।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য এই লিংকে যেতে পারেন: www.fs-driver.org/faq.html. ডাউনলোড লিংক: http://www.fs-driver.org/download.html ■